Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইশমাম আখতার

রোলঃ 227020404

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইশমাম আখতার

রোলঃ 227020404

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সময়ের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইশমাম আখতার, আইডিঃ 227020404 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ismam

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইশমাম আখতার

আইডিঃ 227020404

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 1

সময়ের গুরুত্ব : 3

সময়ই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ: 3

সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করা: 4

সময়ের সদ্ব্যবহার: 6

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব: 7

সময় আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত : 8

সময়ের কাজ সময়ে করার গুরুত্ব: 9

সময়কে কাজে লাগানোর উপায়: 10

যৌবনে সময়ের মূল্য: 12

মুমিন জীবনে সময়ের মূল্য : 14

সুস্থতায় সময়ের মূল্য : 16

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব : 17

অবসরে সময়ের মূল্য : 17

সময় নিয়ে পবিত্র কুরআনে যা বলা হয়েছে : 18

হাদিসে সময়ের মূল্য : 20

তাফসিরে সময়ের মূল্য : 21

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন: 21

সময়ের মূল্যায়নে উভয় জগতের সফলতা: 23

মূল্যবান সময় যেন অবহেলায় না কাটে: 24

সময় অপচয়ের নানাবিধ কারণ : 25

সময় অপচয়ে শয়তানের প্ররোচনা: 27

সময় অপচয়ের পরিণাম : 28

সময় অপচয়কারীর পরকালে শাস্তি: 29

উপসংহার : 31

তথ্যসূত্র 32

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা:

মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সময়। সময় হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।সময়কে কাজে লাগাতে পারলে জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সময় নষ্ট করলে জীবনে ব্যর্থতা আসবে। একবার যে সময় চলে যাবে তা কোনো কিছুর বিনিময়ে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষনিকের এই দুনিয়ায় মানুষ কত কিছুইনা করে। কেউ কষ্ট করে টাকা পয়সা রোজগার করে, ধনী হওয়ার জন্য কেউবা কষ্ট করে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করার জন্য। যে যাই করুক না কেন সব কিছুর জন্য প্রয়োজন সময়। কারন ক্ষনিকের এই পৃথিবীতে নিজেকে সফল করার জন্য প্রয়োজন সময়ের মূল্য দেয়া। সময়ের হিসাবের নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা,

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِیَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِکَ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ

অর্থ: তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় করেছেন আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।(সুরা: ১০ ইউনুস, আয়াত: ৫)।

সময় আল্লাহর দান। সময়ের সমষ্টিই জীবন। মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তাই সময়ের মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।প্রতিটি মুহূর্তই মানুষের জন্য মহামূল্যবান। অনেকে সময়কে ক্ষুদ্র বলে অবমূল্যায়ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সময়ের ক্ষেত্রে সামান্য বলে কোনো কিছু নেই। সময় হচ্ছে অসামান্য জিনিস। জীবনে এক সেকেন্ডের অপচয় করলেও জীবন থেকে অনেক সম্ভাবনাময় জিনিস মানুষ হারিয়ে ফেলে। ক্ষনিকের এই জীবনে আমরা যে সময় পাই তা যদি হেলায় নষ্ট করি, আলসেমি করে মূল্যবান সময় নষ্ট করি তাহলে সেটা সময়ের অপচয় মাত্র। সময় অপচয় আমাদের জীবনে মারাত্মক দু:খ কষ্ট বয়ে আনে। তখন সারাদিন বুকফাটা আর্তনাদ করেও লাভ হয়না। হাজার চোখের জল কিংবা অনুতাপের অন্তর্দাহে সেই আলস্যে অতিবাহিত সময় আর কখনো ফিরে পাওয়া যায়না।

আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মুসলিমরা দিনে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। সেই নামাজের জন্যেও সময় বেধে দেয়া আছে। ফজরের নামাজ যেমন জোহরে পরলে হবেনা, তেমনি জোহরের নামাজও ফজরে পরলে হবেনা।

কার জীবনের কতটুকু সময় বরাদ্দ কারো জানা নেই। জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উত্তম ও মহৎ কাজে সদ্ব্যবহার করতে পারলেই জীবনটা হবে সফল ও স্বার্থক। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথ কাজে লাগানোর নামই সময়ের সদ্ব্যবহার।
আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বহীন যদি কিছু থেকে থাকে, তা আর কিছু নয়; বরং শৃঙ্খলার প্রতি অবহেলা ও সময়কে অবমূল্যায়ন করা। বাস্তবিক পক্ষে সময় ও শৃঙ্খলার গুরুত্বের প্রতি আমাদের ইতিবাচক অনুভূতি অনেক কমে গেছে। ফলে মুহূর্তকালকে মূল্যায়ন না করার কারণে আমাদের পুরো জীবনটাকেই খুব সহজে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছি আমরা।

সত্যি কথা হলো- যদি জীবনযাত্রায় আমরা সময়ের মর্যাদা না দেই এবং মূল্যবান সময়কে হেলায়-ফেলায় ও গাফলতির মাধ্যমে অতিবাহিত করি, একই সঙ্গে যদি সময় নষ্ট হয় মন্দ ও অনর্থক কাজে, তাহলে আমাদের সামনে হতাশা ও লজ্জা ছাড়া আর কী অপেক্ষা করছে?
এজন্য মানুষের কর্তব্য হলো- বড় বড় নেয়ামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলোর কদর করা। আর এটা হবে নেয়ামতগুলোর সুন্দর ও সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা হবে- এক, তোমার জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছো? দুই, নিজের ইলমের ওপর কতটুকু আমল করেছো? তিন, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো এবং কোথায় খরচ করেছো? এবং চার, নিজের যৌবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছো? (তিরমিজি)
এই হাদিসের মধ্যে প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য শিক্ষা এই যে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। এই জীবনকে মৃত্যুর আগে গণিমত মনে করে একথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেয়ামতের দিন জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। আর হিসাব দিতে হবে জনসম্মুখে। এজন্য সময় থাকতেই এর মূল্য দেওয়ার অনুশীলনের সুযোগ এখন থেকেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

সময়ের গুরুত্ব :

একটি পরিচিত প্রবাদ হলো, 'Time and tide wait for none.' সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবনকাল সীমিত । কিন্তু মানুষকে এই সীমাবদ্ধ জীবনে অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয় । তাই প্রতিটি মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এই মূল্যবান সময় বা মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে না লাগিয়ে হেলায় অতিবাহিত করলে। জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই ক্ষতির জন্য আফসাোস করা যায় কিন্তু সেই সময়কে আর ফিরিয়ে আনা যায় না ।

পৃথিবীতে সকল বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব। ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি আবারো পুনরায় নির্মাণ করা যায়। কিন্তু চলে যাওয়া ‘সময়’ দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। সময় হচ্ছে এমন শুকনো লাকড়ি, যার মধ্যে আগুন লাগানো হয়েছে। এখন যদি তার গরম তাপ দ্বারা উপকৃত হতে পারেন, তাহলে ভালো। অন্যথায় তা জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।কোনো উপকারেই আসবে না। আবার বলা যায়, সময় হচ্ছে বরফের ন্যায়, যা গলে গলে ফুরিয়ে যায়, আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনা।

তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বা সময়ের মূল্য অপরিসীম। কোনাো পার্থিব সম্পদের মানদণ্ডে সময়ের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

সময়ই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ:

সময়ই জীবন। সময়ের সদ্ব্যবহার জীবনকে করে সুন্দর ও সফল। আর সময়ের অপচয় জীবনকে ধ্বংস করে। অথচ আমরা জীবনের এই মহামূল্যবান সম্পদ অহেতুক নষ্ট করি।পৃথিবীর শুরু থেকেই রাব্বুল আলামিন চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়। এ ছাড়া শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহতায়ালা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

অর্থ:‘নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।’ (সুরা নিসা : ১০৩)।

এভাবে শরিয়তের অন্যান্য আহকামের মাঝেও সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে।সময় সবকিছুর তুলনায় দামি। এ কারণেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে মানুষ আফসোস করে, যদি আরেকটুখানি সময় দেওয়া হতো তাকে! আল্লাহতায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ‌ۚ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰ لِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ۹ وَاَنۡفِقُوۡا مِنۡ مَّا رَزَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ فَيَقُوۡلَ رَبِّ لَوۡلَاۤ اَخَّرۡتَنِىۡۤ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيۡبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنۡ مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ ۱۰

অর্থ:‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, মৃত্যু আসার আগে তোমরা তা হতে ব্যয় করবে। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।’ (সুরা মুনাফিকুন : ৯-১০)।
কাজেই সময় কোনোভাবেই অপচয় করা যাবে না।কেননা হারানো সময় আমরা কোনো কিছুর বিনিময়েই ফিরে পাবো না।জীবনের এই মহামূল্যবান সম্পদকে আমাদের সবার সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে হবে,তবেই দুনিয়া এবং আখিরাত সবক্ষেত্রেই আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করা:

আল্লাহ তাআলা সূরা ‘আছর’ এর মধ্যে মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলার সময় যুগ-সময়ের শপথ করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সময় যা মানুষ লাভ করে তা অনেক বড় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সঠিক মূল্যায়নকারী ও যথার্থ ব্যবহারকারী অনেক কিছুই হতে পারেন। আর যে এর প্রতি উদাসীন, হেলায়-খেলায় যে তা কাটিয়ে দেয় সে মূলত নিজেরই অধঃপতন ডেকে আনে।

এ সময়জ্ঞান সর্বপ্রথম যে জাতির হওয়া উচিত ছিল সে হল মুসলিম জাতি। অথচ আজকের সমাজে সম্ভবত মুসলমানদের মাঝেই এ অনুভূতি সবচেয়ে কম বলে মনে হয়। যখন অন্যান্য জাতি নিজ নিজ লক্ষ্যের পথে জান-প্রাণ দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে- তাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন্ তখনও কিন্তু মুসলিম জাতি, যাদের সামনে রয়েছে অভিষ্ট লক্ষ্য, তাদের মাঝে এ অনুভূতিই জাগে না যে, সময় নিজের বয়ে চলেছে। অথচ তা থেকে কোনো সুফল গ্রহণ করা হচ্ছে না।

ঈমানের বাতি প্রজ্জ্বলন করা, তার আলোকরশ্মিকে আরো প্রখর করা এবং আরো অসংখ্য বাতি জ্বালানোর জন্য প্রয়োজন নিজেকে মোমের মতো বিলীন করে দেওয়ার অনুপ্রেরণা। আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাওয়ার এ বর্তমানে আলো-আঁধারের এটি একটি দ্বন্দ মাত্র। এ পরিস্থিতিতে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, সময়ের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করা এবং একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা। আলাহপ্রদত্ত যোগ্যতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে ঈমানের রশ্মিতে প্রখরতা আসবে। আর যে কোনো আঁধারের মোকাবেলা করা সহজ হবে।

সময়ের সঠিক মূল্যায়নের এটি একটি সাধারণ ফায়দা। ব্যক্তিগতভাবে যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে অনুমিত হয় যে, এক একজন মানুষের জন্য সময়ের মূল্য কত অধিক। অথচ তা কীভাবে অপব্যবহার ও বিনষ্ট করা হচ্ছে। কখনো কখনো মাথায় এ ভাবনার উদয় হয় যে, এ কাজটি যদি এখন না করি তাহলে তাতে এমন কী আর এসে যায়? সামনে আরো অনেক সময় আছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও এ ধারণা হয় না যে, এখন আর ভবিষ্যতের সময় দুটি তো এক নয়। দুটিই তো নিজ নিজ স্থানে অতি মূল্যবান। যে সময়টুকু চলে গেল তা তো কখনো আসবে না। যদি তা বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। শত ক্রন্দনেও এরপর তা আর ফিরে আসবে না। আর এ জন্যেই ইসলামের একটি শিক্ষা এই যে, মুসলমান নিষ্ফল ও অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা, তাকে সময়ের মূল্য বলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়কে আরো মূল্যবান করার কৌশলও শেখানো হয়েছে।

সময় অতীব নিকটতম হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষ তাকে শুধু অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই মানুষ কখনো সময়কে অতিক্রম করতে পারে না, সময়ই তাকে অতিক্রম করে চলে যায়।

সময়ের সদ্ব্যবহার:

প্রবাদে আছে, 'সময় সে তো জীবন, সুতরাং তাকে হত্যা করো না।' জ্ঞানীরা বলেন, সময় হলো তলোয়ার, যদি তুমি একে কেটে ফেলতে না পারো, তবে সে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করে দেবে।' হ্যাঁ, সময় নামক অমূল্য সম্পদকে যদি মূল্যায়ন না করতে পারি, তবে সে আমাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আর যদি সময়ের মূল্যায়ন করতে পারি, তবে সময় আমাদের কয়েক জনমের সার্থকতা দান করবে।

মানুষের শ্রেষ্ঠ মূলধন হলো তার জীবনের মহামূল্যবান সময়। যে ব্যক্তি এ মূলধন যত ভালো কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে সে তত বেশি লাভবান হবে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কোনো কাজে এ মূলধন অপব্যয় করা হয় তাহলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা অনেকেই মনে করি যে, আল্লাহতায়ালা তার লীলাখেলার জন্যই আমাদেরকেসহ এ গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তাই 'খাও দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়' স্লোগান তুলে মন যা চায় তাই করার দাবি করি। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِي - لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থ : 'আকাশ, পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমি যদি খেলার উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-১৬, ১৭)

ইসলাম মানুষকে সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনর্থকভাবে সময় অপচয় করার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা সফলকাম মুমিনের অন্যতম গুণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ ١ الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ ۙ ٢ وَالَّذِیۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ ۙ ٣

'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের নামাজে বিনয়ী। আর যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিমুখ।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-৩)

সময় অনন্ত, আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে ছোট্ট জীবনকে সুন্দর করে তোলা সচেতন মানুষের কাজ। জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো অপরিহার্য। সময়ের সদ্ব্যবহার বলতে সার্বক্ষণিকই শুধু কাজে নিমগ্ন থাকাই বোঝায় না। কাজের সময় কাজ, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম। কথায় আছে সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধি মূলে রয়েছে সময়ের প্রতি তাদের সচেতনতা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করার প্রবল আগ্রহ।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব:

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمۡ اِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ

অর্থ: ‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল-মুমিনুন : **১১৫**)।

ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

অর্থ:‘কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)

সুতরাং মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত অতীব দামি। প্রবাদ রয়েছে, ‘সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না’। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। একই জলপ্রবাহে যেমন দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুবার পাওয়া যায় না।

সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন,

“সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে।” (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।

পৃথিবীর সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই আজ সফল। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।তাই এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতটুকু সময় পাওয়া যায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত।

সময় আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত :

কুরআন মজীদের উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে আছে আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা। এই নিয়ামত তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে। তিনি যে রাববুল আলামীন, তিনি যে বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালকর্তা- এটা বোঝা যায় তাঁর নিয়ামতরাজির মাধ্যমে।আর সকল নিয়ামতের মধ্যে সময় হলো আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। মহান আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতেই সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ।সময় চিরবহমান।কারো জন্য অপেক্ষা করে না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। সময় কখনো থামতে জানে না, সে আপন গতিতে সদা চলমান। সময় কখনো ক্লান্ত হয় না, তাই তার বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন,

وَالۡعَصۡرِۙ ١ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍۙ ٢ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ٣

অর্থ: ‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সূরা আসর-১-৩)

আজ আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটছি। ভুলে গেছি একদিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

সময়ের কাজ সময়ে করার গুরুত্ব:

প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সময়কে কাজে লাগানোই হলো সময়ানুবর্তিতা। মোটকথা, সময়ানুবর্তিতা বলতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদনের উদ্যোগকে বোঝায়। সম্পদের চেয়ে সময়ের মূল্য অনেক বেশি। কেননা, সময়ের সদ্ব্যবহার করে সম্পদ অর্জন করা যায়। কিন্তু সম্পদ দিয়ে সময় কেনা যায় না। ফ্রাঙ্কলিন বলেন, জীবনকে তুমি যদি ভালোবাস তবে সময়ের অপচয় করো না। কারণ, সময় হচ্ছে জীবনের সমষ্টি মাত্র। সময় মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি মুহূর্তের সমন্বয়ে মানুষের জীবন। তাই প্রতিটি মুহূর্ত অতীব গুরুত্ববহ। সময়কে যারা গুরুত্ব দিয়েছেন, কাজে লাগিয়েছেন তারাই আজ সফল।

সময়ের কাজ সময়ে করা, যখন যে কাজের সময় তখন তা না করে অন্য কাজ করলে তাতে মনোযোগ থাকে না। ফলে কাজে ভুল হয়, কাজে দেড়ি হয়। অন্য সময়ে করতে গেলে উপায় ও সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রচুর সময় অপচয় হয়। কাজের সময়সূচী সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হওয়া প্রতিটি কাজের সময়সূচী লিখিতভাবে থাকাটাই উত্তম। পড়া কিংবা কাজটি শুরু কয়টায়? শেষ কয়টায়? সব লেখা থাকতে হবে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেন কাজটি অবশ্যই শেষ করা যায়। শেষ সময়ের জন্য কাজ রেখে না দেয়া একেবারে শেষ সময়ে কোন কাজ করার জন্য রেখে দেয়া ঠিক নয়। কারণ তখন কাজটি করার সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। একসঙ্গে অনেক কাজ করার চেষ্টা করা দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য অকর্মা হতে পারে না। তাকে অবশ্যই অনেক কাজ করতে হবে। এক কাজের দোহাই দিয়ে অন্য কাজকে পিছে ফেলে রাখা বা না করা দায়িত্বশীল ব্যক্তি করতে পারে না। কাজেই এক সঙ্গে অনেক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। গাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় ফোন করার কাজটা সেরে নেয়া যেতে পারে। ক্লাসে স্যার আসতে দেরি হচ্ছে কিংবা আসবেন না, এই সুযোগে প্রয়োজনীয় লেখাটা বা নোটটা লিখে নেয়া যায়। একই সঙ্গে নিজে কাজ করা, অন্যান্য দায়িত্বশীলদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া ও বাকিদের তদারকি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

মানুষের জীবনে সময়কে যারা প্রকৃতভাবে কাজে লাগিয়েছেন, চাই সেটা ইহকালের কোনো কাজে বা পরকালের নাজাতের জন্য কোনো কাজে ব্যয় করে; তাহলে তারা অনেক বিপদাপদ এবং অনেক মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকতে পেরেছেন।অসময়ে বা দেরিতে কাজে হাত দিলে মনোযোগ থাকে না যেমন, তেমনি প্রতিভা বিকাশেরও সুযোগ থাকে না। সময়জ্ঞানহীনতায় জীবনকে পিছিয়ে দেয়া যাবে না। সময়কে সঠিকভাবে মূল্যায়নের মধ্য দিয়েইের দায়িত্বকে যথার্থ সম্মান করতে শিখতে হবে। তবেই মিলবে সুখ, শান্তি ও সাফল্য।

সময়কে কাজে লাগানোর উপায়:

সময় গেলে সাধন হবে না- এই কথার অর্থ আমরা সবাই জানি। সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরবর্তীতে হাজার আক্ষেপেও ফিরে আসে না সেই সময়। সময়ের সঠিক ব্যবহার না করলে জীবন এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। কারণ অর্থসম্পদ ফিরে পাওয়া গেলেও হারিয়ে যাওয়া সময়কে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। তাই সময়কে কাজে লাগাতে আমাদের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
কৌশলগুলো হলো:

- **লক্ষ্য ঠিক করা**

কাজ শুরুর আগে লক্ষ্য ঠিক করা জরুরি। লক্ষ্য ধরে এগোতে থাকলে কাজে সাফল্য আসার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেকাংশেই।

- **প্রয়োজন নিরূপণ করুন তারপর অর্জনের চেষ্টা করা**

সময় বাঁচানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মতালিকা প্রণয়ন। প্রতি মুহূর্তেই হাজারটি ভিন্ন ধরনের কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কাজটি বিশেষভাবে করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করতে পারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

- **সব পারতেই হবে এই মনোভাব ত্যাগ করা**

অনেক কাজ করতে চাওয়া এবং অনেক কাজ করা- দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমরা সুপার হিরো নই। ফলে একই সঙ্গে অনেক কাজ করতে হবে এটি এক ধরনের

অবাস্তব চিন্তা। আমরা সবকিছুই নিখুঁত সুন্দরভাবে করতে চাই। আর বড় কিছু করার তাড়না আমাদের স্নায়ুর উপর এক অবর্ণনীয় চাপ সৃষ্টি করে। তবে বড় কিছু করতে চাওয়া ও বড় কিছু করা এর মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। বড় কিছু করতে গেলে ছোটখাট অনেক কিছুকে এড়িয়ে যেতে হয়।

- **অগ্রাধিকার ঠিক করা**

প্রতি মুহূর্তেই হাজারটি ভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। তবে এই মুহূর্তে কোন কাজটি বেশি জরুরি, সেটা ঠিক করতে হবে নিজেকেই। জমে থাকা কাজগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজের লিস্ট করে সে অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে।

- **বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠা**

কাজের ঝামেলা কমানোর জন্যে জমে থাকা কাজগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে নেয়া। একটি হচ্ছে জরুরি আরেকটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি গ্রুপে অনেক তুচ্ছ বিষয়ও থাকতে পারে। যেমন বসের চিৎকার, টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি এ ধরনের ব্যাপার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তুচ্ছ বিষয় নিয়েই আমরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মন দিলে দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া যায় এবং সময়ও অনেক বেঁচে যায়।

- **দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের জন্যে সময় বাঁচানো**

সবসময় দেখা যায় জরুরি কাজ করতে করতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের প্রয়োজন পূরণ করার পর দূরপ্রসারী কাজের জন্যে সময় পাওয়া যাচ্ছে না। দূরপ্রসারী লক্ষ্যের জন্যে প্রতিদিন আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা সময় ব্যয় করুন। পরবর্তী জীবনে দেখা যাবে এই আধঘণ্টা-একঘণ্টা সময়ই বড় ধরনের তৃপ্তি দিচ্ছে।

- **সময়ের অপচয় রোধ করা**

আমাদের যে সময় নেই তা নয়, আসলে আমাদের মনে হয় আমরা খুব ব্যস্ত। কিন্তু মূল্যবান সময়ের একটা বিরাট অংশ অপচয় হয়, এটা ঠিক। আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনেক সময় অহেতুক নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট সময়কে বাঁচাতে পারলেও দিনে একাধিক কর্মঘণ্টা যোগ করা সম্ভব।

- **নিজেকে সময় দেয়া**

কাজ করতে করতে আবার রোবট হয়ে যাওয়া যাবে না।! এতে ক্ষতি নিজেরই। দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ বরাদ্দ কেবল নিজের জন্য। এ সময়টুকু পছন্দের কাজ যেমন বই পড়া, বাগানে কাজ করা, গান শোনা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করুন। এতে নতুন করে কাজ করার এনার্জি ফিরে পাবেন।

এই কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারলে আমরা আমাদের সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

যৌবনে সময়ের মূল্য:

যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যৌবনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেন, যার শোকরিয়া আদায় করে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়। আর আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মুমিনের ইমানি দায়িত্ব। তাই আল্লাহর আনুগত্যেই জীবনের সেরা সময়টি অতিবাহিত করা যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যৌবনকালকে গণিমতের মাল তথা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করে তা মূল্যায়ন করার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা এ সময় সম্পর্কে পরকালে জবাবদিহিতা করতে হবে।এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, আমর ইবনু মায়মুন আল আওদি (রা.) বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশস্বরূপ বলেন,

" পাঁচটি বস্তুর আগে পাঁচটি বস্তুকে গণিমত মনে করো। যথা-১. তোমার বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে, ২. পীড়িত হওয়ার আগে সুস্বাস্থ্যকে, ৩. দরিদ্র্যতার আগে সচ্ছলতাকে, ৪. ব্যস্ততার আগে অবসরকে ও ৫. মৃত্যুর আগে জীবনকে।" (তিরমিজি)

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও। অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু

সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন বৃদ্ধ যেমন যুবকের মতো হাড্ডি চিবিয়ে খাওয়া দেখে আপসোস ছাড়া আর কিছূই করতে পারে না। ঠিক তেমনি যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে গেলে অসংখ্য অগনিত কাজের ইচ্ছা থাকা সত্তেও সে তা বাস্তবায়ণ করতে পারে না। কারণ তখন তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না। তাই যৌবনের ইবাদতর প্রতি আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন:

“আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে... (বুখারী)।”

অন্য এক হাদিসে নবীজি (সাঃ) বলেছেন,
“কোন বনী আদম কেয়ামতের দিন তাঁর রবের নিকট থেকে এক কদম ও নড়া ছড়াও পারবে না যথক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে একটি হলো সারাটা জীবন সে কোন পথে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?”(তিরমিজী)।

আল্লাহর রাসূল স: অত্র হাদীসদ্বয়ে যৌবনের ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ যৌবনে মানুষ যেভাবে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে করতে পারে পড়ন্ত বয়সে তেমন করতে পারে না। যৌবনকালে চাইলে হিমালয় পর্বত জয় করা সম্ভব কিন্তু বার্ধক্যে হিমালয় পর্বততো দূরের কথা সমতলে হাঁটতেও হাঁপিয়ে ওঠে। আজ আমাদের সমাজে যুব সমাজকে টার্গেট করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শয়তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে।

মনে রাখতে হবে যৌবনকাল মানুষের জন্য এক নেয়ামত ও সুযোগ। এ নেয়ামত ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করা জরুরি। যৌবনে নিজেদের চরিত্রকে কুলষিত করে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বিরত থাকার বিকল্প নেই।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব যুবক-যবতীকে সময়ের উম্মাদনার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গড়ে তোলা তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা যুবকদের প্রতি বিশেষ রহমত নাজিল করুন। আমিন।

মুমিন জীবনে সময়ের মূল্য :

সময় মুমিন জীবনের অমূল্য সম্পদ। পার্থিব জীবনে মুমিনের মূল পুঁজি সামান্য কিছু সময়। সময় কল্যাণের পথে ব্যয় ও সময় থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টাকারীর জন্য দুনিয়া ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জীবনের মূল পুঁজি ধ্বংসের নামান্তর। সময়ের সঠিক ব্যবহার মুমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। অপরদিকে সময়ের অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে জাহান্নামে। তাই তো কুরআন-হাদিসে সময়ের পরিচর্যায় সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে নির্দিষ্ট কিছু সময় নিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনো প্রাণী বা সৃষ্টির বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এখন প্রশ্ন হলো, সময় কী? উত্তরে বলা যায় : যা এইমাত্র অতীত হলো- তাই সময়। এখন যে মুহূর্ত আমরা অতিক্রম করছি- সেটাই সময়। কিছুক্ষণ পরে যেখানে আমরা প্রবেশ করব- সেটাই সময়। এটি সর্বাবস্থায় চলমান। সময় নামের অক্টোপাস থেকে কে, কখন, কবে মুক্তি পেয়েছে বলুন?

আল্লাহ তায়ালা সময়কে সৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করেছেন; যাতে মানুষ সময়ের গুরুত্ব দিতে শিখে। সফল তারাই, যারা এ সময়কে ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারেন। বিশেষত মুমিন জীবনে সময় মানেই নিজের মুক্তি ও পুরস্কার নিশ্চিত করে নেওয়ার মওকা। কারণ, দুনিয়ার জীবনের এই নির্দিষ্ট ও স্বল্প সময়ের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী অনন্তকালের জীবনের পরিণতি। তাই একজন মুমিনের মালিকানায় থাকা সবচেয়ে দামি, মূল্যবান ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ এ সময়। অন্য সম্পদ হারিয়ে গেলে আবার ক্রয় করা যায়; কিন্তু সময় নামক এ সম্পদ হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।

সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ তার ইবাদতের মধ্যেও সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আর এটা অবশ্য কর্তব্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট ইবাদতগুলো সময়ের আগে করাও জায়েজ নয়, আবার পরে করারও সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা আমাদের বুঝিয়েছেন, কোনো কোনো কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেও কবুল হবে না, পরেও না। যেমন সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

অর্থ: 'নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।' (সুরা নিসা : ১০৩)

সাওম সম্পর্কে বলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

অর্থ:'কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি (রমজান) পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে।' (সুরা বাকারা : ১৮৫)

হজ সম্পর্কে বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ

অর্থ:'হজে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত।' (সুরা বাকারা : ১৯৭)

যাকাত সম্পর্কে বলেন,

وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

অর্থ:'এর (উশর) অংশ ফসল সংগ্রহের দিন পরিশোধ করে দাও।' (সুরা আনআম : ১৪১)

এজন্য কল্যাণ লাভ ও সফল হতে হলে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজে মনোনিবেশ করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজকে গুরুত্বহীন কাজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করতে হবে এবং মর্যাদাময় সময়ে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি মুষ্টিমেয় কিছুদিনের সমষ্টি মাত্র। এক এক করে দিন যখন চলে যায়, তখন তোমার জীবনের একটা করে অংশ চলে যায়।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া)
আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, 'সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে আটকাতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।' (আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম) এজন্য একজন মুমিন সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করবেন।

বর্ণিত আছে, একবার রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, 'সৌভাগ্যবান কারা?' তিনি বললেন, 'যারা দীর্ঘায়ু লাভ করে তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে।' পুনরায় জিজ্ঞেস করা

হলো, ‘দুর্ভাগা কারা?’ তিনি বললেন, ‘যারা দীর্ঘায়ু পেয়ে তা বদআমলে কাটিয়েছে বা আমলহীন অতিবাহিত করেছে।’ (তিরমিজি : ২৩২৯)

বর্তমানে আমরা সময়ের মূল্য দিই না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্তু ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম। জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সময় থাকতে এখনই সময় সচেতন হওয়ার। আল্লাহর জিকির ও নেক আমলে সময় দিতে হবে।

সুস্থতায় সময়ের মূল্য :

অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তারা যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না। এই কারণেই রাসূল স: বলেছেন:
نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمِا كَثِيْرٌ مِنِ
النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ رواه البخاري

অর্থ:“ মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা। “(বুখারী)

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দুরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় “সুস্থতা স্বাস্থের মাথার উপর এমন একটা মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না”। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ

অর্থাৎ তোমার দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও। একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ধনী কখনই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন থাকে না। সে তার আগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অর্জিত সম্পত্তির পুরোটাই ব্যয় না করে কিছু কিছু করে সে সঞ্চয় করে রাখে। অথবা তার অতীব প্রয়োজনীয় কাজ গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে তার সচ্ছলতার সময় সম্পন্ন করে ফেলে। ঠিক তেমনি একজন সচেতন মুমিন মুসলিমও তার সচ্ছলতার সময় সে তার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর রাহে দান করে,গরীব অসহায় মানুষের প্রতি দয়া করে তার মৌলিক ইবাদত তথা যকাত আদায় করে, হজ্জ পালন করে। বুদ্ধিমান সে মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ অফার গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

অর্থ: আল্লাহর পথে যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো যা বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষ থেকে বের হয় আরো একশত দানা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে দ্বিগুন করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিশাল ও মহাজ্ঞানী (সূরা আল বাকারা: ২৬১)।

অবসরে সময়ের মূল্য :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ

অর্থাৎ তুমি তোমর ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরতাকে গুরুত্ব দাও। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে তার অবসরতাকে। অবসর সময়তে মানুষ বেশি আল্লাহর থেকে বেশি গাফেল থাকে। একারণে আল্লাহর রাসূল সা: বলেন বলেছেন, দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে বেশি বেখবর! একটি হলো তার সু-স্বাস্থ্য অপরটি হলো অবসরতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার রাসূল কে লক্ষ করে বলেন:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

অর্থ:কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও। (সুরা ইনশিরাহ: ৭-৮)।

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তার সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো এং অবসরতাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা।

সময় নিয়ে পবিত্র কুরআনে যা বলা হয়েছে :

সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন থেকে যে সময় চলে যায় সেই সময় আর ফিরে আসে না। তাই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের উচ্চতর স্থানে যেমন যাওয়া যায়, আবার সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে দুর্ভোগও পোহাতে হয়। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সময় সম্পর্কে বলেছেন। প্রতিটি মানুষকে সময় ও সুযোগ যেমন দিয়েছেন তেমননি এই সময়ের হিসাবও আল্লাহ তায়ালা নিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মানব জাতির জীবন পরিচালনার আদর্শ গাইডলাইন পবিত্র আল-কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ্ তায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কুরআনে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুতারোপ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউনুসের ১১নং আয়াতে বলেন,

وَ لَوۡ یُعَجِّلُ اللّٰہُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسۡتِعۡجَالَہُمۡ بِالۡخَیۡرِ لَقُضِیَ اِلَیۡہِمۡ اَجَلُہُمۡ ؕ فَنَذَرُ الَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا فِیۡ طُغۡیَانِہِمۡ یَعۡمَہُوۡنَ

অর্থ:‘পার্থিব ভালো জিনিস পাওয়ার জন্যে মানুষ যেভাবে তাড়াহুড়ো করে, আল্লাহ যদি মানুষের পাপের শাস্তিদানে সে-রকম তাড়াহুড়ো করতেন, তবে সহসাই তারা শেষ হয়ে যেত। তাই যারা বিশ্বাস করে না যে, পরকালে আমার সামন হাজির হতে হবে, তাদেরও আমি কিছু সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে।

সূরা কলমের ৪৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَذَرۡنِیۡ وَ مَنۡ یُّکَذِّبُ بِهٰذَا الۡحَدِیۡثِ ؕ سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

অর্থ:‘হে নবী! যারা আমার সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি একে একে এমনভাবে ওদের শক্তি ক্ষয় করে দেবো যে, ওরা বুঝতেও পারবে না। যদিও আমি সময় ও সুযোগ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার সূক্ষ্ম কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।’

সূরা মুজাম্মিলের ২-৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُمِ الَّیۡلَ اِلَّا قَلِیۡلًا ۙ ٢ نِّصۡفَهٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡهُ قَلِیۡلًا ۙ ٣ اَوۡ زِدۡ عَلَیۡهِ وَرَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِیۡلًا ؕ ٤

অর্থ:‘তুমি রাতে প্রার্থনার জন্যে দাঁড়াও, রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশি সময় নিয়ে। তুমি সে সময় কোরআন তেলাওয়াত করো শান্তভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থের প্রতি মনোযোগী হয়ে।’

সূরা ইনশিরাহর ৭-৮নং আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾ وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

অর্থ: ‘তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করো আর যখনই সময় পাও প্রতিপালকের কাছে একান্তভাবে নিমগ্ন হও।’

সূরা-আরাফের **১৩১**নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَۃُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَیِّئَۃٌ یَّطَّیَّرُوۡا بِمُوۡسٰی وَ مَنۡ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

অর্থ: ‘যখন ভালো সময় আসত, তখন ওরা বলত ‘এটাই আমাদের প্রাপ্য।’ আর যখন খারাপ সময় আসত তখন মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে ওরা এ দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করত। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য যে আল্লাহ (প্রণীত নিয়মে) নির্ধারিত ছিল, সে বিষয়ে ওদের কোনো বোধোদয়ই হয়নি।’

উপরিউক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা গেল যে, সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সময়ের কদর করতে হবে, সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে, হেলায় খেলায় সময়কে নষ্ট করা যাবে না। সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ ও এমন একটি রত্ন, যা একবার

চলে গেলে আর কখনই ফিরে আসবে না।আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিক সময়জ্ঞান দান করুন।আমিন।

হাদিসে সময়ের মূল্য :

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। রাসুলুল্লাহ (সা.) সময়কে সম্পদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোন এক ব্যাক্তিকে রাসূল স: উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন: তুমি পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও।

(১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনে গুরুত্ব দাও

(২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও

(৩) দারিদ্রতা আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও

(৪) তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরতার প্রতি গুরুত্বারোপ করো

(৫) এবং তোমার মৃত্যু আসার আগেই তোমার জীবনের গুরুত্ব দাও। মুসতাদরিক ৭৮৪৬। মূলত রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় গনিমতের মতো যা মানুষ কোন রকম হিসেব ছাড়া লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে গনিমত তথা যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসেবে।গনিমত শব্দের ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا غَنِمۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَاَنَّ لِلّٰہِ خُمُسَہٗ وَ لِلرَّسُوۡلِ وَ لِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ

অর্থ:আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনীমত) লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। (সূরা আনফাল: ৪১) ।

অত্র হাদীসে আল্লাহর রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন যে গনিমতের সম্পদ যেমন মানুষ লুপে নেয়, সবছেয়ে দামিটাকে আগে প্রাধান্য দেয় তেমনি মানুষের উচিৎ তার জীবন চলার পথে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়কে গনিমতের মত লুপে নেওয়া। মানুষ যেন এই পাঁচটি বিষয়কে আকর্ষণীয় সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। গনিমতের মাল যেমন পিছনে ফেলে আসলে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা তেমনি উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ পাঁছটি বিষয় মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।হাদীসে রাসূল স: মানুষের জীবনের মৌলিক পাঁচটি সময়কে উল্লেখ করে তার প্রতি গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাই এখনই মৃত্যু এসে যেতে পারে এই চিন্তা করে জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগানোই হচ্ছে মুমিন জীবনের প্রধানতম কাজ।মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এ হাদিসের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে কাজে পরিণত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তাফসিরে সময়ের মূল্য :

ইমাম রাজী রহ: সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে সূরা আসরের তাফসীরের কথা উল্লেখ করে বলেন: আমি একদিন বাজারে গিয়ে দেখি এক বরফ বিক্রেতা চিৎকারে করে বলেন কে আছ পুঁজি হারানো লোকটির প্রতি রহম করো। অর্থাৎ সূর্য্ উঠার সাথে সাথে তার বরফ গলতে শুরু করছে। অর্থাৎ তার পুঁজি গলে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের সময় বরফ খন্ড গলার মতো যা প্রতিনিয়ত ইতিহাসের অতর গহবরে হারিয়ে যাচ্চে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার জীবনের প্রতিটি সময়েকে গুরুত্ব দেওয়া।

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন:

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত। আল্লাহ মানুষকে অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সময় সবচেয়ে দামি।তাই সময়কে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে।এজন্য আমাদের বিজ্ঞ লোকদের আদর্শ অনুসরণ করা। মুসলিম মনীষীরা সময়কে যেভাবে মূল্যায়ন করতেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সময়ের ব্যাপারে ছাড় নয় : ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, ‘সময়ের ব্যাপারে ছাড়ের প্রবণতা আত্মঘাতি। কারণ সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হয়। কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আর ফিরে আসে না। সব শ্রেণির কাছে সময় সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু। ইবাদতকারী নির্ধারিত সময়ে ইবাদত ও জিকিরে কাটিয়ে থাকেন। আল্লাহমুখী কাজে সময় ব্যয় করেন। তাই নির্ধারিত সময় চলে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। কারণ পরবর্তী সময়েরও নির্ধারিত কাজ রয়েছে। কেউ সময় অতিবাহিত করলে তা আর ফিরে পায় না।’ (মাদারিজুস সালিকিন, পৃষ্ঠা : ৪৯)
আপেক্ষ করে কালক্ষেপন নয় : হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য আক্ষেপ করে কালক্ষেপন করা অনুচিত। এতে বর্তমান সময়ও নষ্ট হয়। বরং নতুন করে এখন থেকেই পূর্ণোদ্যম

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন,

'আমি সুফিদের সান্নিধ্যে ছিলাম। তাদের থেকে আমি দুটি কথা ছাড়া কিছুই শিখিনি। তাদের একটি কথা হলো, সময় হলো তরবারি। তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আরেকটি কথা হলো, তুমি নিজেকে সত্যের কাজে ব্যস্ত না রাখলে তুমি মিথ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ২০৮)

সময়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ : মানুষের সময় হলো তার জীবন। তা আল্লাহর নির্দেশনা মতে কাটানোর মধ্যে প্রকৃত সাফল্য। সালাফে সালেহিন সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যয় করতেন। বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'আমি ওই দিন বেশি লজ্জিত হই যেদিন সূর্য উদিত হয়েছে এবং আমার নির্ধারিত সময় কমেছে। কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পায়নি।' উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, 'রাত ও দিন তোমার সামনে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব তুমিও তাদের মধ্যে কাজ কোরো।'

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি তো দিনের সমষ্টি। একদিন চলে যাওয়ার অর্থ তোমার কিছু চলে যাওয়া।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এমন একদল লোক পেয়েছি, যারা সময়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা দিরহাম ও দিনারের প্রতি তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল।' (কিমাতুজ জামান, পৃষ্ঠা : ২৭)

মুমূর্ষু অবস্থায় আলোচনা : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিসে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীর্ঘ ১৭ বছর বসেছিলেন। আবু ইউসুফ (রহ.) সময়ের প্রতি এত বেশি সচেতন ছিলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো অসুস্থতা ছাড়া শিক্ষকের মজলিসে বসা বাদ দেননি। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তিনজন আব্বাসি খলিফার সময়ে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সময় ফিকহি আলোচনা করতেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও তিনি আলোচনা করেছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর ছাত্র কাজি ইবরাহিম বিন আল-জাররাহ-এর সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে কথা বলেন। মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এক সন্তান মারা যায়। তিনি সন্তানের কাফন ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেননি। যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো দরস হারিয়ে না যায়। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা তার সন্তানকে দাফন করে। (মানাকিবু আবি হানিফা, পৃষ্ঠা : ৪৭২)

রাত জেগে ইলমচর্চায় সময় ব্যয় : ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শাইবানি (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আরেক ছাত্র। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইলমচর্চায় অত্যন্ত নিবেদিত

প্রাণ ছিলেন। সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতেন তিনি। বর্ণিত আছে, তিনিও সব সময় ইলম চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি রাতেও ঘুমাতেন না। সারারাত কিতাব পড়ে পার করতেন। এক বিষয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য বিষয় পড়া শুরু করতেন। আর পানি ছিটিয়ে ঘুম তাড়াতেন। তিনি বলতেন, উষ্ণতা থেকে ঘুম আসে। তাই পানি দিয়ে তা তাড়াতে হয়। (মিফতাহুস সাআদাহ, পৃষ্ঠা : ২৩)

অল্প সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা : শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মাত্র ৫৭বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ শ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতেন। পড়া বা লেখা বা ইবাদত ছাড়া কোনো মুহূর্ত ব্যয় কাটাতেন না। আল্লামা আবদুল হাই লখনৌবি (রহ.) মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি ১১০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থ কয়েক খণ্ডের রয়েছে। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি (রহ.) ৮১ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত কঠোর সময়ানুবর্তিতার কারণে তাঁদের পক্ষে এত বেশি লেখা সম্ভব হয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদের সময়ের সঠিক ব্যবহারের তাওফিক দান করুন।

সময়ের মূল্যায়নে উভয় জগতের সফলতা:

সময় মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে ব্যক্তি এ সম্পদ যত ভালো কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে সে তত বেশি লাভবান হবে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কোনো কাজে এ সম্পদ ব্যয় করা হয় তাহলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।মানুষ সৃষ্টি এবং জীবন-মৃত্যুর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কাজকর্মের পরীক্ষা নেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজকর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।’ (সুরা মুলক ২)

ইসলাম মানুষকে সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনর্থকভাবে সময় অপচয় করার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা সফলকাম মুমিনের অন্যতম গুণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা প্রায় সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। যে কোনো উপলক্ষে অবসর যখন আসে, তা আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। সময় আমাদের জীবনের এমন একটি মূলধন, যা বিনিয়োগ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে লাভবান ও উপকৃত হতে পারব। আর এটি হেলায় নষ্ট করলে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। সময় চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না। অবসরে আমরা যে আমলগুলো করতে পারি তা হলো- নিয়মিত তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবিনসহ অন্যান্য নফল নামাজ পড়া। অজু, গোসল ও নামাজের মাসয়ালা, সুরা-কেরাত ও দোয়া ভালোভাবে শেখা। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা। অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করা। কোরআনের বিশেষ বিশেষ ফজিলতের আয়াতসমূহ ও সুরা মুখস্থ করা। কোরআন ও জান্নাতের ভাষা আরবি অবসরে শেখার চেষ্টা করা।

অবসরে পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিয়মিত দ্বীনি তালিমের আয়োজন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে পরিবারের সদস্যরা একদিকে একঘেয়েমি থেকে যেমন মুক্তি পাবে, অন্যদিকে নানা রকম মন্দ আকর্ষণ, আসক্তি ও হতাশা থেকেও রক্ষা পাবে। সময়ও ভালো কাটবে। শরীর ও মন ভালো থাকবে। আল্লাহর রহমত লাভ হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি হাসিল হবে। তাই আসুন অলসতা, উদাসীনতা ও দুনিয়ার মোহ পরিহার করে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ আমাদের প্রকৃত সফলতা ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার তওফিক দান করুন। আমিন।

মূল্যবান সময় যেন অবহেলায় না কাটে:

আনমনে-অবহেলায় আমাদের সময় বয়ে যায়, আমরা সময়ের মূল্য দিই না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্তু ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম।মানুষের সুকোমল মনোবৃত্তির অংশ তার সময়জ্ঞান। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে আবার আদর্শ প্রাণী হতে হয়। গরু 'গরু' হয়ে জন্মায় এবং গরুই থাকে।

কিন্তু অন্য সব প্রাণীর মতোই মানুষ জন্মায়। পরে আবার তাকে ধর্ম, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে 'মানুষ' হতে হয়। প্রকৃত মানুষ হতে হলে ওই মানুষকে অবশ্যই সময়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়। দৈহিক-জৈবিক তাড়না, বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিকতায় মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ হলো : ইতর প্রাণীর

যোগ্যতা প্রকৃতিগত; অন্যদিকে মানুষ তার যোগ্যতার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। কাজেই সময়ের মূল্য অনুধাবন ছাড়া মানবজনম বৃথা আর পাপ ও পতন হলো তার একমাত্র পরিণতি।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ওই কাজ আর কখনোই করা হয় না, যা সুযোগ ও অবসরের জন্য রেখে দেওয়া হয়। একটা কাজ শেষ না হতেই চলে আসে আরো হাজারো কাজ, অনেক অসুবিধা ও অজুহাত। বুদ্ধিমানরা প্রতিটি কাজ নগদে নগদ সেরেই ফেলেন না, বরং একটি কাজের ফাঁকে আরেকটি কাজ জোর করে হলেও ঢুকিয়ে দেন। দেখা যায়, দুটি কাজই তার হয়ে যায়।

সময়ের অবহেলা মানে জীবনকে অবহেলা করা। জীবনের স্বল্পায়তনে আমরা যে পরম মূল্যবান সময় পাই তাকে যদি অলসতায় পার করি তাহলে তা চরম দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যে সময় একবার চলে যায় তাকে শত চেষ্টা করেও ফিরিয়ে আনা যায় না। সময়কে অবহেলায় কাটালে পরে বুকফাটা আর্তনাদ, ক্রন্দন, অনুতাপ করেও অবহেলিত সময় ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই সময় থাকতেই সময়কে অবহেলা না করে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে তবেই জীবনে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

সময় অপচয়ের নানাবিধ কারণ :

জীবনে সময়ের গণনা মাত্র। সময়ের অপচয় করার অর্থ হলো জীবন অপচয় করা। ইসলাম অন্য সব কিছুর মতো সময় অপচয় করতে নিষেধ করে।চলে যাওয়া সময় কখনো ফিরে আসে না। তাই সময়ের অপচয় রোধ করা আবশ্যক। এ ছাড়া পরকালে আল্লাহ মানুষের তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।
আধুনিক সময়ে যেসব কাজে সময় নষ্ট হয় সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন হলে সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব। নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

- **মোবাইল ফোনে সময় ব্যয়**

ডিজিটালাইজেশনের যুগে সময় অপচয় করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে হাতে থাকা স্মার্টফোন। অন্য সব নেশাদ্রব্যের মতোই স্মার্টফোনও এখন নেশায় পরিণত হয়েছে। স্মার্টফোনের ব্যবহার

সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে ষাট বছরের বৃদ্ধ ও এই নেশায় আসক্ত। আপনার চলার পথে আশপাশে যে দিকে তাকাবেন দেখবেন সবাই হাতে থাকা স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ মানুষের সঙ্গে অনুভূতি শেয়ার না করে শেয়ার করে স্মার্ট ফোনের রঙিন দুনিয়ায়।সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মোবাইল ফোন আবিষ্কারে মানুষের জীবনযাত্রার মান যতটা বেড়েছে ঠিক ততটাই অনাচার ও অপরাধ প্রবণতাও বেড়েছে। মোবাইল ফোনের যথাযোগ্য ব্যবহারে যোগাযোগ যতটা সহজ হয়েছে তেমনি নানা অপকর্ম, কুকর্ম ও নেতিবাচক কাজে জনজীবন হয়ে উঠেছে। আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে অপরাধ প্রবণতাও।

- **টিভি চ্যানেলে সময় ব্যয়**

আজকাল অনেকে অবসর সময় টিভি দেখে কাটাতে পছন্দ করে। তারা সারাক্ষণ বিভিন্ন মিউজিক চ্যানেল কিংবা মুভি দেখে সময় কাটাতে ভালোবাসে। এতে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে নিজের সময় নষ্ট ও শারীরিক ক্ষতি হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, এটি মানুষের ধ্বংসের কারণও। রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কিছু লোককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২০)।

- **গিবত ও পরনিন্দায় সময় কাটানো**

অনেকে আবার অবসর সময়ে প্রচুর পরিমাণে পরনিন্দায় ডুবে থাকি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল মসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় বসেও মানুষ অন্যের গিবতে লিপ্ত হয়ে যায়। যা জঘন্য অপরাধ। অথচ গিবত ও অপরের দোষচর্চা নিকৃষ্টতম অভ্যাস। এরশাদ হচ্ছে, 'পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।' (সুরা হুমাজা : ১)।

- **সময় সচেতন হওয়া জরুরি**

আনমনে-অবহেলায় আমাদের সময় বয়ে যায়। আমরা সময়ের মূল্য দিই না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্তু ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম। এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।' (সুরা ফাতির : ৪৫)।

জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও জরাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সময় থাকতে এখনই সময় সচেতন হতে হবে।

সময় অপচয়ে শয়তানের প্ররোচনা:

কোনো ব্যক্তি অপচয় বা অপব্যয় করে শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে আল্লাহর আদেশ ভুলে অপচয়ে মত্ত হয়ে থাকে। মনের খাহেশের পূজারি হয়ে ওঠে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الۡمُبَذِّرِيۡنَ كَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৭)

আল্লামা বরকুভি (রহ.) বলেন, 'শয়তানের ভাই শয়তানের মতোই। এই পৃথিবীতে শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো নাম নেই। এ হিসেবে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো বিশেষণ নেই।' (আত-ত্বরিকতুল মুহাম্মদিয়্যা, পৃষ্ঠা : ১০৩)

শয়তান সবসময় চেষ্টা করে আমাদের ক্ষতি করার। এজন্য বারংবার আমাদের জন্য ফাঁদ পাতে আর আমরাও সেই ফাঁদে পা বাড়াই।নেক সুরতে শয়তান আমাদের ধোঁকা দেয়।মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে শয়তানের সকল প্রকার ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফিক দান করুন।

সময় অপচয়ের পরিণাম :

নিতান্ত নির্বোধ সেই শুধু যেই জন
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন ।

পৃথিবীতে যারা নির্বোধ তারাই অলস জীবনযাপন করে। অলসরা অমূল্য সম্পদকে মূল্যায়ন করতে জানে না। মানবজীবন সামান্য। সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা। সময়ের সামান্য সুযাোগ চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়। তাই সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে। সময়কে অবহেলা করলে ব্যর্থতা জীবনকে ঘিরে ধরবে, জীবনের সমস্ত সুখ কল্পনাই থেকে যাবে। অনুশাোচনা আর ব্যর্থতার সমুদ্রে ডুবে মরবে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলাো। সময়কে অপচয় করা মানে সুন্দর কল্পনাকে ধ্বংস করা। তাই সময়কে অবহেলা না করাই শ্রেয়।

সেই অপচয়ের পরিণাম আমাদের জীবনে একদিন মর্মান্তিক দুঃখ আর অনুশোচনা নিয়ে আসবে।তখন বুকফাটা আর্তনাদ কিংবা এক সমুদ্র অশ্রুবর্ষণ কিংবা অনুতাপে দগ্ধ হলেও সেই আলস্যে অতিবাহিত সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে দুর্লভ সময়ের যে ভগ্নাংশটুকু পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। কাজেই জীবনের সংক্ষিপ্ত সীমায়তনের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমরা হাতে পাই, কি দুর্লভ সময় যদি আমরা আলোচ্য এবং অবহেলায় কাটিয়ে দেই,তাহলে তা হবে সময়ের নির্বোধ অপচয় মাত

সময় অপচয়কারীর পরকালে শাস্তি:

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়, সরলতা ও সংযমের নির্দেশনা দিয়েছে। অপচয়, বিলাসিতা প্রদর্শনের প্রতি শুধু নিরুৎসাহিতই করেনি বরং এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"(আল-আরাফ, ৩১)

যারা এ দুনিয়াতে ভোগবিলাসে মশগুল হয়ে নেক আমল থেকে বিমুখ হবে তাদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন,

يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِىۡ

অর্থ: 'সে বলবে, হায়! এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু (নেকী) আগে পাঠিয়ে দিতাম!' (সুরা ফাজর, আয়াত-২৪)

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। তার সব আমল আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত ফেরেশতাগণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করছেন। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَاِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰـفِظِيۡنَۙ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِيۡنَۙ ١١ يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ ١٢

অর্থ: 'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।' (সুরা ইনফিতার, আয়াত : ১০-১২)

এমনকী মানুষের প্রতিটি কথাবার্তাই সংরক্ষণ করা হচ্ছে।কিয়ামতের দিন তার এ লিখিত আমলনামা দিয়ে বলা হবে,

اِقۡرَاۡ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفۡسِكَ الۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيۡبًا

অর্থ: ‘পাঠ করো তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।’ (সুরা ইসরা, আয়াত-১৪)

আমলনামায় ছোট বড় কোনো নেকী ও গোনাহ হতেই খালি হবে না। তখন অপরাধীরা তাদের সব গোনাহ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আফসোস করতে থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থ: ‘আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না।’ (সুরা কাহাফ, আয়াত-৪৯)

আল্লাহ তাআ’লা পৃথিবীকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ধারা শুশোভিত করেছেন, যার মধ্যে সময় অন্যতম। তিনি অপচয় ও অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করে প্রতিটি বস্তুর সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার করতে বলেছেন।অতএব, আমাদের উচিত আল্লাহ তাআ’লার দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে তার সঠিক ব্যবহার করা।

উপসংহার :

কোনো মানদণ্ডে সময়ের গুরুত্বকে পরিমাপ করা যায় না। অনন্ত প্রসারিত সময়ের যাত্রাপথ। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই মানব জীবনে এই অমূল্য সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। কাজটি আজ নয় আগামী কাল করব, এমন কথা না বলা। আখেরাতের চিন্তা নিয়ে সময়ের সৎ ব্যবহার করা। ইবাদতের জন্য আগামীকালকে নির্ধারণ না করা।

সূতরাং কোন বিবেকবানের উচিৎ নয় সকালে তার কাজের জন্য বিকেলের অপেক্ষা করা। কারণ হতে পারে আজকের সকালটিই তার জন্য শেষ সকাল আর হয়তো বিকাল খুঁঝে পাবেনা।যখন মানুষের নিকট মৃত্যু উপস্থিত তখন দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকারকারীগন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ প্রার্থনা করবে। নষ্ট করে ফেলা কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা প্রত্যখ্যান করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ارۡجِعُوۡنِۙ ٩٩ لَعَلِّىۡۤ اَعۡمَلُ صَالِحًـا فِيۡمَا تَرَكۡتُ‌ كَلَّا ‌ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآٮِٕلُهَا‌ ؕ وَمِنۡ وَّرَآٮِٕهِمۡ بَرۡزَخٌ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ ١٠٠

অর্থ: যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনূন: ৯৯-১০০)।

মোদ্দা কথা হলো জীবনের প্রতিটি সময় আল্লাহর দেওয়া বিশেষ নেয়ামত, এটি মানুষের জীবনে অমূল্য সম্পদ। যার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সূরায় দিনের শপথ ,কখনো রাতের শপথ, আবার কখনো দ্বি-প্রহরের সময়ের শপথ, কখনো মধ্য রাতে,আবার প্রভাতের শপথ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। এই জীবনকে মৃত্যুর আগে গণিমত মনে করে একথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেয়ামতের দিন জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। আর হিসাব দিতে হবে জনসম্মুখে। এজন্য সময় থাকতেই এর মূল্য দেওয়ার অনুশীলনের সুযোগ এখন থেকেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১.https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87

২.https://www.banglatribune.com/amp/lifestyle/772301/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87

৩.https://www.dawahcircle.com/hadith/7957/

৪.https://v3-stage.teachers.gov.bd/blog/details/653293

৫.https://www.banglatribune.com/others/860618/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

৬.https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=222721

৭.https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/438342

৮.https://www.ekushey-tv.com/religion-life/84081

৯.https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/08/24/1311446

১০. https://at-tahreek.com

১১.https://www.deshrupantor.com/530646/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AD%E0%A7%9F-%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%%বে

১২..https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2016/02/05/321197

১৩..https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/11/23/1094749